তারিখ 13 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মাঝে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের শিক্ষকদের গ্রুপে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে যে বিষয়টি, তা হল অভিন্ন নীতিমালা এবং এর গলদ। বাংলাদেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত একটি অভিন্ন নীতিমালা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গত ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে চূড়ান্ত করে। কিন্তু, নীতিমালা প্রকাশের পরপরই এটি গ্রহণ না করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি প্রত্যাখ্যান করে এই বলে যে, শিক্ষক সমিতিগুলো যেসব প্রস্তাব দিয়েছিল তা এ নীতিমালায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি; যদিও নীতিমালার ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ নীতিমালা প্রণয়নের পূর্বে ইউজিসি বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, কেন তা গ্রহণের পরিবর্তে শিক্ষকরা প্রত্যাখ্যান করছেন?

ইউজিসির নীতিমালা দেখলে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার চেয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল কাজ কেবল শিক্ষা বা জ্ঞান দান নয় বরং গবেষণা দ্বারা নতুন জ্ঞান সৃষ্টিও। এদিক দিয়ে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, এমনকি পাকিস্তানও অনেক এগিয়ে। তার কারণ, এসব দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন আমাদের তুলনায় দুই-তিনগুণ বেশি, তেমনি মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে ও যারা বিদেশে আছেন তাদের দেশে ফিরে গবেষণার সুযোগ করে দিতে গবেষণায় বিনিয়োগও করা হচ্ছে যথেষ্ট। আর আমরা হাঁটছি ঠিক এর উল্টো পথে, যা আমাদের শুধু গবেষণাবিমুখই করবে না বরং পরনির্ভরশীলতার মাধ্যমে জ্ঞানদাসে পরিণত করার প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অভিন্ন নীতিমালা অবশ্যই প্রয়োজন। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে গিয়ে নতুন করে বৈষম্য সৃষ্টিও অযৌক্তিক। তাই ইউজিসি প্রণীত অভিন্ন নীতিমালার বিভিন্ন গলদ এবং তা নিরসনের উপায় নিয়ে আলোচনা বা নতুন প্রস্তাব রাখাও জরুরি।

১. অভিন্ন নীতিমালায় সরাসরি নিয়োগ ও আপগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যেখানে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক হতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ন্যূনতম তিন বছরের সক্রিয় শিক্ষকতার এবং স্বীকৃত কোনো জার্নালে ন্যূনতম তিনটি প্রকাশনার (যার মধ্যে First Author হিসেবে ন্যূনতম একটি) কথা বলা হয়েছে; সেখানে আপগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে চার বছরের সক্রিয় শিক্ষকতা এবং স্বীকৃত কোনো জার্নালে ন্যূনতম চারটি প্রকাশনার (যার মধ্যে First Author হিসেবে ন্যূনতম একটি) নিয়ম করা হয়েছে। এ ধরনের বৈষম্য আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক হওয়ার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। যেহেতু পদ খালি থাকলে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ এবং না থাকলে আপগ্রেডেশন হয় এবং পদ খালি থাকা বা না থাকার জন্য প্রার্থী কখনও দায়ী হতে পারেন না; তাই এ ধরনের বৈষম্য আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে পদোন্নতিপ্রার্থী শিক্ষকদের যোগ্যতাকে খাটো করে দেখা তথা তাকে অবমূল্যায়ন করার শামিল। তাই সরাসরি নিয়োগ ও আপগ্রেডেশনের জন্য নির্ধারিত সময় একই হওয়া উচিত। একইভাবে প্রকাশনার সংখ্যাও সমান রাখতে হবে।

২. সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক হওয়ার বেলায় যদিও প্রকাশনার ক্ষেত্রে First বা Corresponding author উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক হতে শুধু First author-এর উল্লেখ আছে। তাই শুধু First author না বলে সব পর্যায়ে First/Corresponding author উল্লেখ করতে হবে। কেননা, বর্তমানে একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে গবেষণা যেমন অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, তেমনি Corresponding author আর First author অনেকটা সমতুল্য। একজন হয়তো গবেষণায় বেশি অবদান রেখেছেন, অন্যজন লেখায়।

৩. Impact Factor সমৃদ্ধ জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ হতে হবে বলা হয়েছে। কিন্তু Thomson Reuters বা Scopus তালিকাভুক্ত কিছু কিছু Impact Factor সমৃদ্ধ Peer Reviewed জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে হলে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা লাগে। তাই সেসব জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ হলে তার পুরো খরচ বিশ্ববিদ্যালয়/ ইউজিসি বহন করবে বলে নীতিমালায় উল্লেখ থাকতে হবে।

৪. নীতিমালায় বলা হয়েছে, 'Postdoctoral Fellowship-এর মেয়াদকালকে সক্রিয় শিক্ষকতার মেয়াদকাল হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।' এটি উচ্চতর গবেষণাকে নিরুৎসাহিত করার শামিল। কেননা, গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া যা জ্ঞানের বিকাশ তথা নতুন জ্ঞান সৃষ্টিরও পূর্বশর্ত। একজন শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে নিজ গবেষণা দ্বারা নিজেকে উন্নত করেন এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকেন। PhD করার সময়টিকে যদি সক্রিয় শিক্ষকতার মেয়াদকাল হিসেবে বিবেচনা করা যায়; সে ক্ষেত্রে Postdoctoral Fellowship-এর মেয়াদকালকে সক্রিয় শিক্ষকতার মেয়াদকাল হিসেবে বিবেচনা না করা স্ববিরোধিতার শামিল। এতে গবেষণার প্রতি উৎসাহ কমবে। তাই Postdoctoral Fellowship-কে অবশ্যই সক্রিয় শিক্ষকতার মর্যাদা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কখন তা করা যাবে বা যাবে না, এ নিয়ে বাধ্যবাধকতা রাখা যাবে না।

৫. অনেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আগে বা পরে দেশে বা বিদেশে দ্বিতীয় মাস্টার্স করেন, যা একাডেমিক ক্যারিয়ার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে; কিন্তু এ বিষয়ে নীতিমালায় কিছু উল্লেখ নেই। তাই থিসিসসহ দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রিকে এমফিল সমতুল্য বিবেচনা করতে হবে।

৬. প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে কিছু বলা হয়নি। প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মতো যোগ্যতা— পিএইচডি থাকা বাধ্যতামূলক করা উচিত। তাতে কম যোগ্যরা বাছাই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে না। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মর্যাদা সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হবে না। তাছাড়া, যারা সত্যিকার অর্থেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হতে চান, তারা আগে থেকেই নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করবেন; আর যারা কোথাও ভালো চাকরি না পেয়ে প্রভাব খাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন— তারা আর সে সুযোগ পাবেন না। আর তা এখনই করা না গেলে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের কমপক্ষে ১/২টি প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকা বাধ্যতামূলক করা যৌক্তিক। এসএসসি, এইচএসসি'র রেজাল্ট প্রভাষক নিয়োগে প্রতিবন্ধক হওয়া যুক্তিহীন। তবে, পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের জন্য ২টি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যোগদানের পরপর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অথচ একজন ভালো শিক্ষার্থী সব সময় ভালো শিক্ষক নাও হতে পারেন। তাই ভালো শিক্ষক হতে হলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াসহ এর খুঁটিনাটি জানতে হবে। সেজন্য প্রভাষক হিসেবে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে পর্যাপ্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে সৃজনশীল পাঠদান পদ্ধতি, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকতে হবে। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় হল প্রকৃত সৃজনশীলতা অনুশীলনের জায়গা যা শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৮. গবেষণা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকে থাকার মূল ভিত্তি। অথচ নীতিমালায় গবেষণা বরাদ্দ নিয়ে কিছুই উল্লেখ নেই। সব পর্যায়ের শিক্ষকদের বার্ষিক গবেষণা ভাতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তা যেন ৪টি মূল বেতনের কম না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। গবেষণার প্রমাণস্বরূপ প্রকাশনা থাকা বাঞ্ছনীয়। কোনো শিক্ষক গবেষণা না করলে তাকে গবেষণা ভাতা ফেরত দিতে হবে।

ইউজিসির নীতিমালা দেখলে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার চেয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল কাজ কেবল শিক্ষা বা জ্ঞান দান নয় বরং গবেষণা দ্বারা নতুন জ্ঞান সৃষ্টিও। এদিক দিয়ে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, এমনকি পাকিস্তানও অনেক এগিয়ে। তার কারণ, এসব দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন আমাদের তুলনায় দুই-তিনগুণ বেশি, তেমনি মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে ও যারা বিদেশে আছেন তাদের দেশে ফিরে গবেষণার সুযোগ করে দিতে গবেষণায় বিনিয়োগও করা হচ্ছে যথেষ্ট। আর আমরা হাঁটছি ঠিক এর উল্টো পথে, যা আমাদের শুধু গবেষণাবিমুখই করবে না বরং পরনির্ভরশীলতার মাধ্যমে জ্ঞানদাসে পরিণত করার প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করবে।

৯. বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের তত্ত্ব যোগ হচ্ছে। আমাদের দেশে যথেষ্ট মেধা থাকা সত্ত্বেও গবেষণা বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে মানসম্মত ও প্রয়োজনীয় গবেষণা হচ্ছে না। তাই অন্তত বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রজেক্টের বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেল নিয়ে নীতিমালায় কিছু উল্লেখ নেই। তাই স্বতন্ত্র বেতন স্কেল না হওয়া পর্যন্ত গ্রেড-১ প্রাপ্ত অধ্যাপকদের Impact factor সমৃদ্ধ জার্নালে ২টি প্রকাশনা এবং ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ২৫ শতাংশ অধ্যাপককে সুপারগ্রেড-২-এ এবং সুপারগ্রেড-২ প্রাপ্ত অধ্যাপকদের একই নিয়মে সুপারগ্রেড-১-এ যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এতে অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের কাছ থেকে উন্নত গবেষণা দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশ সমৃদ্ধ হতে পারবে। এই সুযোগ করে দেয়া সরকারের দায়িত্ব। ইউজিসি সরকারের কাছে এ দাবি জানাতে পারে।

১১. UGC'র কাজ মূলত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অর্থ মঞ্জুরি করা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা এর নেই। তাই UGCকে উচ্চ শিক্ষা কমিশনে (Higher Education Commission) রূপান্তর করে শিক্ষা ও গবেষণাবান্ধব পরিকল্পনার মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সৃজনশীল ও মননশীল জাতি গঠনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাও সময়ের দাবি।

১২. আমাদের দেশে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট মূল্যায়ন করা হয় না। এ অবস্থা চলতে থাকলে জ্ঞানচর্চায় নতুন প্রজন্মের আগ্রহ কমে যাবে। দেশে জ্ঞানচর্চা বিকাশের স্বার্থে গুণীজনদের (শিক্ষক-বিজ্ঞানী) বিশেষ মর্যাদা (জাতীয় পণ্ডিত/বিজ্ঞানী) প্রদানের ব্যবস্থা করা দরকার।

সৃজনশীল ও মননশীল জাতি গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে শিক্ষা ও গবেষণায় যথেষ্ট বিনিয়োগ করতেই হবে। তা না করে, শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য শুধু শুধু কিছু নীতিমালা করে সৃজনশীল, বিজ্ঞানমনস্ক, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

অপূর্ব অনির্বাণ : *সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*
apurba.anirban@bot.jnu.ac.bd

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর

অপূর্ব অনির্বাণ

ইউজিসির অভিন্ন নীতিমালার গলদ সারাতে হবে